ডাকাতের গ্রাম ‘ট্যাঙ্গার মাঠ’ এখন প্রবাসী গ্রাম

অভিশপ্ত একটি গ্রামের নাম ছিল মেহেরপুরের ‘ট্যাঙ্গার মাঠ’। মেহেরপুর জেলা শহর থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটার দুর কুতুবপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম ট্যাঙ্গার মাঠ। গ্রামটির বর্তমান মসজিদের মোয়াজ্জিন ও খন্ডকালিন ইমাম হাজী আকবার আলীও ছিলেন এক সময়কার শীর্ষ ডাকাত। আর এই শীর্ষ ডাকাতের হাত ধরেই এই গ্রামের কয়েক শত লোক জড়িয়ে পড়ে চুরি ডাকাতি, ছিনতাইসহ নানা ধরনের অপরাধ জগতে।

সেই ডাকাত আকবার আলীই আজকের হাজী আকবার আলী। বর্তমানে তিনি কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক ও ট্যাঙ্গার মাঠ গ্রাম আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। সেই সাথে তিনি স্থানীয় গ্রামের জামে মসজিদের মোয়াজ্জিনের দায়ীত্ব পালন করছেন। চোরের গ্রাম থেকে সেই গ্রামটি এখন প্রবাস গ্রাম হিসেবে পরিচিতি। গ্রামে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া।

অপরাধীর গ্রাম হিসেবে পরিচিত গ্রামের নামটিও পরিবর্তন করে এখন হয়েছে শিশিরপাড়া। মানুষকে কেউ এখন আর চোর, ডাকাত বা অপরাধী বলে গালি দেইনা। এই গ্রামের ঘরে ঘরে এখন ও সুখ ও শান্তির সুবাতাস। ছোটরা এখন চুরি বিদ্যা নয়, সবাই শিখছে লেখা পড়া। স্কুল কলেজ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এখন লেখা পড়া করছেন চোরের গ্রাম নামে খ্যাত সেই ট্যাংগার মাঠ গ্রামের ছেলে মেয়েরা।

কৃষক হজরত আলী, জাহিদুল ইসলাম ও রেবেকা খাতুন জানালেন, এক সময়কার আলোচিত ট্যাংগার মাঠ গ্রামের মানুষ অপরাধ জগত থেকে বেরিয়ে এসেছেন। কেউ এখন ওদের নামের শেষে চোর কিংবা ডাকাত বলে না। এলাকায় বা আশে-পাশের গামে ডাকাতি কিংবা চুরি হলেও কেউ এখন আর খোঁজ করতে ট্যাঙ্গার মাঠে আসেনা। মানুষ সবাই এখন কর্ম ব্যস্ত। কেউ ব্যবসায়ি কিংবা কেউ দিন মজুর।

এ গ্রামের গ্রামের প্রায় এক হাজার লোক সৌদী, ওমান, বাহারাইন, মালেশিয়া, সিঙ্গাপুর, মালদীপমহ বিভিন্ন দেশে আছেন। তারা প্রতি মাসেই মোটা অংকের টাকা পাঠাচ্ছেন পরিবারের জন্য। প্রতিটি পরিবারেই এখন স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছেন। প্রতিটি পরিবারের সদস্যই এখন প্রবাসী। এক সময়ের চোরের গ্রাম এখন প্রবাস গ্রাম

হিসেবে চেনে আশেপাশের জেলাবাসি।

কলেজ ছাত্র লিজন শাহ, স্কুল ছাত্র রাসেল আহম্মেদ, শাহ আলম জানান, এই গ্রামের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ৪৫ জন শিক্ষার্থী লেখা পড়া করছে। এছাড়া পাশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ১৬ জন কলেজে ৮ জন ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ জন ছাত্র পড়া লেখা করছেন। প্রতিটি পিতা মাতাই এখনই তাদের ছেলে মেয়েদের পড়া লেখার ব্যাপারে সোচ্ছার। লেখা পড়ার জন্য এখন অনেকেই শহরে গিয়ে অবস্থান নিয়েছেন বলে জানান তারা।

কথা হলো ট্যাঙ্গার মাঠ গ্রামের সেই শীর্ষ ডাকাত বর্তমান মোয়াজ্জিন আকবর আলীর সাথে। তিনি জানালেন, আমাদের বাড়ি ছিলো ভারতের করিমপুর থানার রহমতপুর গ্রামে। হিন্দুদের অত্যচারে ১৯৪৭ সালে আমরা স¦পরিবারে বাংলাদেশে এসে গাংনী উপজেলার সীমান্তবর্তি কাজিপুর গ্রামে আশ্রয় নিই। সেখানেও আমাদের উপর অত্যাচার শুরু করে একটি গেষ্ঠি। পরে সেখান থেকে সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামে চলে আসি।

এসময় এই এলাকার তৎকালিন হিন্দু জমিদার রাজলক্ষি গংদের কাছ থেকে মেহেরপুর থানাপাড়ার আনোয়ার হোসেন ও হজরত আলী ৭০০ বিঘা জমি বিনিময় সূত্রে তাদের কাছ থেকে নেন। ১৯৬৮ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারা বিনিময় সূত্রে নিলেও শ্যামপুর, বেলতলাপাড়া, ঝাউবাড়িসহ আশেপাশের লোকজন তাদের সেই জমি দখল দেইনা। পরে নজরুল ইসলাম আমাদের ৫০ জন লোককে ৫০ বিঘা জমি লিখে দেওয়ার শর্তে প্রথমে এই ট্যাঙ্গার মাঠ গ্রামে বসতি গড়ার প্রস্তাব দেন।

১৯৮০ সালের গোড়ার দিকে গ্রামটিতে আমি জুলমত হোসেন, আলী হোসেন, তাহের আলী, আসমত আলী, আমির, আকবর আলী, মজিব আলী, এলকাত হোসেনসহ ৩০ টি পরিবার বসবাস শুরু করে গ্রাম গড়ে তুলি। ওই সময় ভারত থেকে গরু চুরি করে আনতাম। পরে এক সময় এলাকার লোকজনের গরু চুরি করতো। পরে সব অপরাধ কর্মকান্ড পরিচালিত হতো এই গ্রাম থেকে।

তিনি বলেন, সীমান্তের ওপারে ভারতে অপরাধ করতে যেয়ে ২০০৫ সাল পর্যন্ত ওই গ্রামের ১৫ জন ডাকাতের প্রাণ গেছে গণপিটুনিতে। এদের মধ্যে রয়েছেন আবু ডাকাত, আসমত ডাকাত, পঁচা ডাকাত, ছলিম ডাকাত, আবুজেহেল ডাকাত, ফড়িং ডাকাত। ১৯৮৮ সালে তৎকালীণ মেহেরপুরের পুলিশ সুপার গিয়াস উদ্দীন ও জেলা প্রশাসক মহিউদ্দিন এই গ্রামের ডাকাত সর্দার আকবর আলী ও তার ডাকাত দলের সাথে বৈঠক করেন। সব ধরনের সহযোগীতা ও মামলা থেকে রেহায় দেওয়ার আশ্বাস দিলে অপরাধ জগত থেকে